মাত্র ১০ টাকায় বিজ্ঞাপন
দিন আর পৌঁছে যান
লক্ষাধিক মানুষের কাছে।
মোঃ ৮৭৬৮০০৯৪৫৫

বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকা

বিশ্ব সমাচার

BISWA SAMACHAR

আমরাই একা ১ টাকা

সংবাদ বিভাগ ঃ ৯৭৩৪৬৩০৮০২
সার্কুলেশান বিভাগ ঃ ৯৮৩২১৮৪৭৩২
Follow Us on: বিজ্ঞাপন বিভাগ ঃ ৮৭৬৮০০৯৪৫৫

মাত্র ১০ টাকায় বিজ্ঞাপন
দিন আর পৌঁছে যান
লক্ষাধিক মানুষের কাছে।
মোঃ ৮৭৬৮০০৯৪৫৫

১৭তম বর্ষ ▢ ১২৪ সংখ্যা ▢ মঙ্গলবার ▢ ৩১ বৈশাখ ১৪৩১ ▢ ১৪ মে ২০২৪ ▢ R.N.I. No.- WBBEN/2007/24730 ▢ E-mail : news@biswasamachar.com ▢ ফোন ঃ- ৯৭৩৪৬৩০৮০২

দমদম লোকসভা কেন্দ্রে পদ্মর-দিকে জনমন থাকলেও জয়ের স্রোতে এগিয়ে জোড়া ফুল

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা

দমদম লোকসভা কেন্দ্রে এবার কি পরিবর্তনের আশা আছে? এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে জনতার মুখে। কারণ, এই লোকসভা কেন্দ্রে বাম আমলে বিজেপির তপন শিকদার জিতেছিলেন। সেই হিসেবে এর সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির একটা ভোট ব্যাঙ্ক আছে। কিন্তু তপনবাবুর সময়কার সেই ভোট ব্যাঙ্ক এ নানা কারণে ফাটল হয়েছে। এর ভিতর শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সব জায়গাতে। সেই দাপাদাপির কারণে এই কেন্দ্র এখন তৃণমূলের অধিকারে। ২০১৪, ২০১৯ পর দু'টি লোকসভা ভোটে সৌগত রায় জিতে আসছেন। শেষ লোকসভা ভোটেও খড়দহ, দমদম উত্তর, পানিহাটি, কামারহাটি, বরানগর, দমদম এবং রাজারহাট গোপালপুর এই সাতটির ভিতর ৬ টিতে তৃণমূল এগিয়ে ছিল। শুধু রাজারহাট ও গোপালপুর এ জিতেছিল বিজেপি। তাও মার্জিন অনেক কম। তবে এটা ঠিক যে, বিজেপির ভোট ব্যাঙ্ক বেড়ে যাওয়াতে তৃণমূল তাদের মার্জিনের ব্যবধান ওই ৬ টি বিধানসভা কেন্দ্র এ কামারহাটি ও বরানগর ছাড়া আহামরি বাড়াতে পারেনি। ফলে সেই নিরিখে এবার অনেক বেশি চাপ রয়েছে তৃণমূলের উপর। এবারও প্রবীণ সৌগত রায় প্রার্থী তৃণমূলের। বিজেপির শীলভদ্র দত্ত। সিপিএম তথা বামফ্রন্টের প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী। তিন প্রার্থী-র ব্যক্তি ইমেজ ভাল। দমদম কেন্দ্রে তিন দলের এই প্রার্থী থাকলেও আসলে দ্বিমুখী লড়াই হবে। তা পদ্মর সঙ্গে জোড়া ফুলের। কারণ, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে দেখা গিয়েছিল, বাম ভোট অনেকটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী তৃণমূলের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। আর তা গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে। এবার জনমন বলছে, সিপিএম কে ভোট দিয়ে কোনও লাভ হবে না। কাস্তে হাতুড়ি পতাকা নিয়ে মিছিল ও বুথে বসার পরিকল্পনা থাকলেও ভোট টা রাম এ দিতে হবে। কারণ, এখনও এই বঙ্গে তৃণমূলকে সরাতে হলে সিপিএম এর এই নড়বড়ে দুর্বল শক্তি কাজে আসবে না। কারণ, মানুষের স্রোত এখন রামমুখী। তাই আগে রামকে আনতে হবে। তাদের হাত ধরে তাড়াতে হবে তৃণমূলকে। তারপর বাম আনতে হবে। তাই লড়াই এবারও সৌগত রায় ও শীলভদ্র দত্তর-র সঙ্গে। সাতটি বিধানসভা-র তৃণমূলের সাংগঠনিক হাল বিশেষ ভালো নয়। কোন্দল ও উপদলীয় বিভাজনে দল দুর্বল হয়ে রয়েছে। যা বিজেপির পক্ষে যেতে পারে। কিন্তু এই জায়গাতে কাজে লাগিয়ে ভোটটা পদ্মফুলে নিয়ে যাওয়ার মতো ভোট মেশিনারি বিজেপির নেই। এটাও ঠিক ভোট সঠিকভাবে হলে পদ্ম চমকে দেওয়ার মতো ফল করতে পারে। কিন্তু তা হবে না। কারণ, তৃণমূলের হার্মাদ ভোট বাহিনী বরানগর, কামারহাটি, পানিহাটি দমদম উত্তর থেকে নিজেদের অনুকূলে ভোট করিয়ে নেয়। যা ঠেকানোর মতো সাধ্য বিজেপির নেই। স্বাভাবিক ভাবে এবারও ভোটাররা রাম এর দিকে থাকলেও জয়ের দিকে পদ্মর চেয়ে জোড়া ফুলের পাল্লা ভারি।

বিজেপি ১৯৫, ইন্ডিয়া জোট ৩১৫ আসন! মুখ্যমন্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী

বিশ্ব সমাচারের প্রতিবেদন

সোমবার দেশের চতুর্থ দফার লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব চলাকালীন ভোটের ফলাফলের কথা জানিয়ে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, দেশে বিজেপি বড়জোর ১৯৫ আসন পেতে পারে। শুধু তাই নয়, ইন্ডিয়া জোট সরকারে আসছে বিপুল আসন নিয়ে বলেও জানিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া জোট পেতে পারে ৩০০-৩১৫ আসন। সোমবার চতুর্থ দফার ভোটের দিনই বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে সোমবার সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বনগাঁর সভামঞ্চ থেকে মমতার দাবি, "এখনও পর্যন্ত যা হিসাব, তাতে ভোট খুব ভালো হয়েছে। আর সেটা বুঝে বাবুদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ওরা বুঝতে পেরেছে এ বার আর দিল্লিতে মোদিবাবু ফিরছেন না।" মমতার কথায়, "আমার কাছে এ ব্যাপারে হিসাব আছে। এখনও পর্যন্ত যা ভোট হয়েছে তাতে বিজেপি ৪০০ তো দূর ২০০-ও পার করতে পারবে না।" মঞ্চ থেকেই 'মোদীবাবু যায়েগা' বলে স্লোগান দিতেই দর্শকাসন থেকে উত্তর এল 'দিদি আয়েগা'। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, দেশে বিজেপি

বড়জোর ১৯৫ আসন পেতে পারে। আর ইন্ডিয়া জোট পেতে পারে ৩০০-৩১৫ আসন। এই বিষয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোর দাবি, 'আজকের যে ভোট হচ্ছে, তার হিসাব এখনও আমি জানি না। তবে এখনও পর্যন্ত যা হয়েছে তাতে বলে দিতে পারি, বিজেপি বড়জোর ১৯৫টি আসন পাবে। আর 'ইন্ডিয়া' গোটা দেশে পাবে ৩০০-৩১৫টি আসন পাবে। মোদী সরকার দেশ থেকে যাবে। আপনাদের দিদি দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের সরকার গড়বে। মতুয়াদের প্রতি যদি মোদীর এত ভালবাসা, তবে তাঁদের নিঃশর্তে অধিকার দিচ্ছেন না কেন? ওরা এটা করবে না। আপনারা বরং এক কাজ করুন। এখানকার যে বিজেপি প্রার্থী তাঁকে বলুন আবেদন করতে, ফর্ম ফিলআপ করতে। দেখবেন করবে না। আসলে এটা একটা চক্রান্ত। কিছু করতে হলে আমার লাশের উপর দিয়ে যেতে হবে মোদীকে।' এবার লোকসভায় ৪০০ পারের স্লোগান দিয়ে নেমেছে বিজেপি। তবে প্রথম তিন দফার ভোটের পর অনেকটাই সেই স্বর স্তিমিত। অন্যদিকে প্রথম তিন দফার ভোটের পর অনেকটাই চাঙ্গা বিরোধী শিবির।

বেআইনি ২৬০ কোটি টাকা করেছে শাহজাহান! দাবি ইডির

বিশ্ব সমাচারের প্রতিবেদন

বেআইনি ভাবে ২৬০ কোটির সম্পত্তির মালিক হয়েছেন সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা' শেখ শাহজাহান। শাহজাহানের বিরুদ্ধে জমি দখলের মামলায় এখনও পর্যন্ত ২৬০ কোটি টাকার হদিশ মিলেছে। সোমবার বিশেষ আদালতে এমনটাই জানাল ইডি। তাদের আরও দাবি, দুর্নীতির মাধ্যমে জমি, ভেড়ি, নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে শাহজাহানের। এদিন শাহজাহান-সহ চারজনকে তোলা হয় ইডির বিশেষ আদালতে। ইডির আইনজীবী অরিজিৎ চক্রবর্তী আদালতে দাবি করেন, শাহজাহানের বিরুদ্ধে জমি দখলের এই মামলায় 'প্রসিড অফ ক্রাইম' হিসাবে এখনও পর্যন্ত ২৬০ কোটি টাকার সম্পত্তি চিহ্নিত করেছে ইডি। 'প্রসিড অফ ক্রাইম' বলতে বোঝায়, দুর্নীতির মাধ্যমে যা আয় করা হয়। ইডির দাবি, ভয় দেখিয়ে জমি দখল করে সন্দেশখালিতে ২৬০ কোটি টাকার সম্পত্তি করেছে শাহজাহান। এদিকে এদিন ধৃত শেখ আলমগীরের জামিনের আর্জি জানান তাঁর আইনজীবী। আদালতে জানানো হয় যে, শেখ আলমগীরের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। তাঁকে দেখাশোনার জন্য বাড়িতে কেউ নেই। তাছাড়া আলমগিরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ফলে তাঁর স্ত্রীর (এরপর ৪এর পাতায়)

রেশন দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে রিপোর্ট দিল রাজ্য, ইডিকে জবাব দিতে হবে ১৭ জুন

বিশ্ব সমাচারের প্রতিবেদন

সোমবার রেশন দুর্নীতি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিল রাজ্য পুলিশ। এই পর্যন্ত ৮৭টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার মধ্যে ৬৫টি মামলায় ইতিমধ্যে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। দুটি মামলায় ত্রুটি আছে। বাকি ২০টি মামলার তদন্ত চলছে বলে ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে সেই রিপোর্টে। এই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে আগামী ১৭ জুন আদালতে জবাব দেবে ইডি। ২৪ জুন পর্যন্ত রেশন দুর্নীতির ৬টি মামলায় রাজ্য পুলিশের তদন্ত স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে বলে জানিয়েছে হাইকোর্ট। রাজ্যের একাধিক দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে নেমে খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থায় ব্যাপক কারচুপির তথ্য নজরে আসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। সেই তদন্তে নেমে রেশন বণ্টনে দুর্নীতিতে জড়িত (এরপর ৪এর পাতায়)

'এমন কাউকে ভোট দেবেন না যার গায়ে দুর্নীতির দাগ আছে', কেজরিকে তোপ আন্নার

বিশ্ব সমাচারের প্রতিবেদন

চতুর্থ দফার নির্বাচন চলাকালীন গুরু আন্না হাজারের নিশানায় শিষ্য অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আন্নার দেশবাসীকে বার্তা, 'এমন কাউকে ভোট দেবেন না যার গায়ে দুর্নীতির দাগ। যার বিরুদ্ধে ইডি তদন্ত করছে।' পাশাপাশি কেজরিওয়ালকে 'মদ্যপ' বলেও অভিযোগ করেন আন্না। আন্না হাজারে বলেন, "আজ গণতন্ত্রের

উৎসব চলছে। সকলের উচিৎ এই উৎসবে সামিল হওয়া এবং সৎ মানুষকে বেছে নেওয়া। দেশ গঠনের(এরপর ৫এর পাতায়)

ধর্ষণের 'অসত্য অভিযোগ' তুলে নিতে চাওয়ায় হুমকি, থানার দ্বারস্থ এক গৃহবধূ

বিশ্ব সমাচারের প্রতিবেদন

সন্দেশখালিতে ধর্ষণের 'অসত্য অভিযোগ' তুলে নিতে চাওয়ায় এক গৃহবধূকে বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে এল বিজেপি। এমনই অভিযোগ তাঁর পরিবারের। মহিলার দাবি, রবিবার রাতে রেখা পাত্র দলবল নিয়ে তাঁর বাড়িয়ে যায়। মহিলার অভিযোগ রেখা পাত্র তাঁকে হুমকি দেন।

তাঁকে বলেন, 'অভিযোগ তুলে নিলে বিজেপি তোমার দায়িত্ব নেবে না।' এই ঘটনায় আতঙ্কিত ওই মহিলা সোমবার সকালেই নিরাপত্তা চেয়ে দ্বারস্থ হয়েছেন সন্দেশখালি থানার। ওই মহিলার পরিবারের দাবি, তাঁকে চাপ দিয়ে মিথ্যা মামলা করিয়েছে বিজেপি নেত্রী মাম্পি দাস। সন্দেশখালিতে গণঅভ্যুত্থানের সময় শিবু হাজরার পোল্ট্রি ফার্ম ভাঙচুরের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল মহিলার ভাইয়ের। মহিলার ভাইকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তখন বিজেপির কাছে ভাইকে ছাড়াতে সাহায্য চান মহিলা। অভিযোগ, ভাইকে ছাড়াতে সাহায্য করার বিনিময়ে মহিলাকে দিয়ে ধর্ষণের ভুয়ো মামলা করান মাম্পি। বলেন, 'আমরা এদের বিরুদ্ধে কেস করেছি, তুইও কর। তাহলে তোর ভাই ছাড়া পাবে।'

পরিবারের দাবি, মাম্পির প্রতিশ্রুতিতে শিবু হাজরাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেন ওই মহিলা। এখন সেই মামলা তুলে নিতে চান তিনি। এই অভিযোগ নিয়ে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, বসিরহাট পুলিশ জেলা সূত্রে খবর, সোমবার সকালে ওই মহিলা এসেছিলেন থানায়। তিনি আগে যে অভিযোগ করেছিলেন, তা প্রত্যাহার করতে চাওয়ার পাশাপাশি নিজের জন্য নিরাপত্তারও দাবি করেছিলেন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে সারাক্ষণের নিরাপত্তা না দেওয়া হলেও তাঁর বাড়ির সামনে পুলিশি প্রহরা বসানো হয়েছে।

ভিতরে ভাল ফল করার খিদে থাকলে অভাব অনটন বাধা হতে পারে না, প্রমাণ করল উচ্চমাধ্যমিকের চার কৃতি

রাজকুমার সূত্রধর, কলকাতা

ভাল ফল করার খিদে ভিতর থেকে আসে। সেখানে আর্থিক অনটন যতই বাধা হয়ে দাঁড়াক। তা কোনও ভাবে সেই প্রতিভাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। এর উদাহরণ কোনও জার্নালে বা গবেষণা করে জানতে হবে না। মাটির কাছাকাছি একেবারে আমাদের ঘরের কাছে অনেকে রয়েছে। বজবজ পি কে হাইস্কুল থেকে এবার অনেকে উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছিল। তার ভিতর সেরা ফল করেছে আকাশ সাউ,

প্রীতি কর, কথা মজুমদার, রাওশান আরা। শুনলে অবাক হতে হবে যে, তাদের এই সফলতা খুব সহজে পায়নি। অনেকের ঘর ছোট, কারও এক কামরা, সেখানে আধুনিক কোনও সুযোগ সুবিধা দূর তা পাওয়ার কোনও জায়গা নেই। কারণ, তারা নিত্যদিন অভাব ও অনটনের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে রয়েছে। বই কেনা থেকে ভালো শিক্ষক রাখার অর্থ তাদের নেই। কেননা তাদের কারও বাবা রাজমিস্ত্রির যোগালে, কারও বাবা হকার, কারও বাবা ক্রেন ড্রাইভার, কারও বাবা সাইকেল মেরামতের কাজ করে। কিন্তু এত অভাবের ভিতর তারা কেউ হারিয়ে যায়নি। ৪ জন এবার উচ্চমাধ্যমিকে সেরা ফল করেছে। আকাশের বাবা রাজমিস্ত্রির যোগালের কাজ করেন। সে মাধ্যমিকে দু'টি বাদে সব বিষয়ে ৯০ এর উপর (এরপর ৪এর পাতায়)

অনুর্গ
অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
যেকোনো বিজ্ঞাপন
বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি পেপারে
ছাপানোর জন্য যোগাযোগ করুন।
9734630802

দৈনিক পত্রিকা

বিশ্ব সমাচার

BISWA SAMACHAR

২ টাকা

সংবাদ বিভাগঃ ৯৭৩৪৬৩০৮০২
সার্কুলেশান বিভাগঃ ৮১৫৮৯৯৪৮৭৮
বিজ্ঞাপন বিভাগঃ ৮৭৬৮০০৯৪৫৫ Follow Us on:

খুব কম খরচে
বিজ্ঞাপন দিয়ে
পৌঁছে যান লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে...
বিশ্ব সমাচার
যোগাযোগ করুন :
8768009455

১৭তম বর্ষ | R.N.I. No. - WBBEN/2007/24730 | https://www.biswasamachar.com | E-mail : news@biswasamachar.com

বিশ্ব সমাচার

সম্পাদকীয়

বন্দেমাতরম্

নির্বাচনের দিনকে পাখির চোখ করে প্রচারের ময়দানে নেমে পড়েছেন সব রাজনৈতিক দল

গরমের মধ্যেই প্রচারে এখন ব্যস্ত সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। পিছিয়ে নেই কেউ। তবে প্রচারের মাঝেই নিজেদের শরীর কিভাবে সুস্থ রাখা যায় সে বিষয়ে প্রার্থীরা সজাগ রয়েছেন। সর্বত্রই এখন দলের নেতা ও কর্মীদের নিয়ে প্রচারের ঝড় তুলেছেন সব প্রার্থী। পথসভা, পদযাত্রা বাদ নেই কোনটাই। এছাড়াও সবাই এখন কর্মীদের নিয়ে বৈঠকে ব্যস্ত রয়েছেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সারাক্ষণই মিটিং ও মিছিলে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তবে যে লোকসভা কেন্দ্রগুলির নির্বাচনের তারিখ প্রথমের দিকে পড়েছে, সেই কেন্দ্রের প্রার্থীদের বেশিদিন আর প্রচারের ময়দানে থাকতে হবে না। কিন্তু যাদের নির্বাচনের দিন শেষের দিকে পড়েছে, তাদের এখনও প্রায় দু মাসের কাছাকাছি নির্বাচনের প্রচারে থাকতে হবে। তাই বেশ কিছু কেন্দ্রে দেখা গিয়েছে প্রার্থীরা প্রচারের ফাঁকেই বিশ্রাম নিতে মাঝে মাঝে ছুটি নিচ্ছেন। তবে যাদের প্রথমের দিকে নির্বাচন রয়েছে তারা এখন কোনভাবেই প্রচারের ময়দান ছাড়তে রাজি নয়। সব রাজনৈতিক দলের এখন লক্ষ্য গণনার দিন। এই পরিশ্রমের ফল কি হবে তা জানা যাবে এই গণনার দিনই। তাই নির্বাচনের দিনকে পাখির চোখ করে সব রাজনৈতিক দল এখন নেমে পড়েছেন প্রচারের ময়দানে।

আপনার এলাকার যে কোনো উন্নয়ন, সমস্যা সহ বিভিন্ন খবর আমাদের পাঠান। এছাড়াও আপনার মতামত জানিয়ে আমাদের চিঠি লিখুন এবং পাঠিয়ে দিন এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে- ৯৭৩৪৬৩০৮০২/ ৯৮৩৬৯৩৩৩১৯
আমরা আপনার লেখা 'বিশ্ব সমাচার' পত্রিকায় প্রকাশ করব।

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি ঃ বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি ও বক্তব্যের বিষয়ে এই সংবাদপত্র কোনও নিশ্চয়তা বা দায়িত্ব বহন করে না।

সতর্কীকরণ ঃ ধুমপান ও মাদকজাতক দ্রব্য সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ক্যানসারেরও কারণ হতে পারে।

আসানসোল কুলটি বিধানসভার চলবলপুর প্রাইমারি স্কুলের ১৩ নম্বর বুথে ভোট দিলেন বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

LIC ৪৩ নাম্বার বুথ মা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিলেন আসানসোলের দক্ষিণের বিধায়ক তথা মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল।

বর্ধমান পূর্বের নুরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটকেন্দ্রের সামনে ভোটারদের লাইন। ছবি - পূর্বাদ্রি দাস।

চতুর্থ দফায়ও পড়ল কম ভোট

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সোমবার প্রথম তিন দফার মতো চতুর্থ দফাতেও পড়ল কম ভোট। ২০১৯ সালে চতুর্থ দফায় যেখানে ৬৯.১২ শতাংশ ভোট পড়েছিল, সেখানে এবার ৫টা পর্যন্ত ৬২.৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। এদিন ১০ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে ৯৬টি কেন্দ্রে ভোটদান ছিল। এখনও পর্যন্ত পাওয়া হিসেব অনুযায়ী, বাংলায় ভোট পড়েছে ৭৫.৬৬ শতাংশ। প্রসঙ্গত, গতবার বাংলাতে ভোট পড়েছিল ৮২.৮৮ শতাংশ। সেই হিসেবে এরাজ্যেও ভোটের হার গতবারের তুলনায় পিছিয়েই। এদিন অন্ধ্রপ্রদেশের ২৫টি, তেলেঙ্গানায় ১৭টি আসনে ভোটদান সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে ১৩, মহারাষ্ট্রে ১১টি আসনে ভোটাভুটি হয়েছে। এছাড়া বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে ৮টি করে, বিহারে ৫টি এবং ঝাড়খণ্ড, ওড়িশায় ৪টি করে কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয় এদিন। জম্মু ও কাশ্মীরে একটি কেন্দ্রে ভোটাভুটি হয়েছে। এবারের নির্বাচনে ভোটের হার একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। এখনও পর্যন্ত চার দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে। প্রথম তিন দফার ভোটের হারই ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের থেকে পিছিয়ে। যেখানে গতবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় ভোট পড়েছিল ৬৯.৯৬, ৭০.০৯ ও ৬৬.৮৯ শতাংশ। সেখানে এবার ভোটের হার যথাক্রমে ৬৬.১৪, ৬৬.৭১ ও ৬৫.৬৮ শতাংশ।

আসানসোল জামুড়িয়া নিউ কেন্দা এলাকায় ভোট দিলেন ২২৫ নাম্বার বুথে ভোট দিলেন বাম জোট প্রার্থী জাহানারা খান।

বেলডাঙা গোবিন্দসুন্দরী বিদ্যাপীঠের ২৫৫ নং বুথে যান তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। তাঁকে সেখানে দেখে মহিলা প্রিসাইডিং অফিসার ও অন্যান্য ভোটকর্মীরা ছবি তুলতে শুরু করেন।

টাকা তুলছেন শান্তনু ঠাকুর, বিস্ফোরক মমতা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ নাগরিকত্ব দেবে বলে টাকা তুলেছেন শান্তনু ঠাকুর, এমনটাই অভিযোগ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুরে তিনি বনগাঁর অভিযান সংঘের মাঠে বনগাঁ লোকসভার প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে জনসভা করতে এসেছিলেন। সেখানেই এই অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে শান্তনুর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রমাণ করতে পারেন নাগরিকত্ব দেওয়ার নাম করে আমি টাকা নিয়েছি, তাহলে রাজনীতি করা ছেড়ে দেব।"

প্রয়াত শিক্ষক স্মরণে রক্তদান শিবির মৌসুনীতে

রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, নামখানা ঃ সদ্যপ্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পরিমলকান্তি দাসকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল মৌসুনীর নবদিগন্ত ক্লাব। কাকদ্বীপ ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের মৌসুনীর বাগডাঙাতে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের ছবিতে মাল্যদান ও পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হয়। এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ১০৬ জন রক্ত দান করেন। প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের বহু ছাত্র-ছাত্রী দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ও বিদেশে কর্মরত। তাঁরাও এদিন রক্ত দান করেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্ত্রী অঞ্জনা দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী হিমাংশু আইচ, প্রভাত মণ্ডল, মৌসুনী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বীরেন গিরি প্রমুখ। নবদিগন্ত ক্লাবের নামকরণ প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকেরই দেওয়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার মৌসুনীর বাগডাঙার বাসিন্দা ছিলেন পরিমলকান্তি দাস। তিনি প্রথম থেকেই মৌসুনী কো-অপারেটিভ হাই স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন। মৌসুনী দ্বীপের ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। তাঁরই হাত ধরে বহু ছাত্র-ছাত্রী আজ দেশ ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। গত ৩০ এপ্রিল, মঙ্গলবার দুপুর ২ টা ১ মিনিটে না ফেরার দেশে পাড়ি দেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে রেভান্না

সংবাদ সংস্থা ঃ শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার ছেলে এইচ ডি রেভান্না। প্রসঙ্গত, গত ২৯ এপ্রিল এইচ ডি রেভান্নাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এক মহিলাকে অপহরণের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় ১৪ মে পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল রেভান্নাকে। কিন্তু সোমবার ৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হয় তাঁকে। সেই সঙ্গে বর্ষীয়ান নেতাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে কোনও শর্তে তদন্তে সহায়তা করার। উল্লেখ্য, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার ছেলে এইচ ডি রেভান্না ও নাতি প্রজ্জ্বল রেভান্না ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত। তবে ধর্ষণ মামলায় নয়, অন্য এক অপহরণ মামলায় তাঁকে হেফাজতে নিয়েছিল বেঙ্গালুরুর কে কে আর নগর থানার পুলিশ। বাবা দেবেগৌড়ার বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে বাবা পুলিশ হেফাজতে গেলেও দেশছাড়া প্রজ্জ্বলের এখনও কোনও খোঁজ পায়নি তদন্তকারীরা।

এবার মোদিকে মাছ রান্না করে খাওনোর প্রস্তাব দিলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এবার নরেন্দ্র মোদীকে মাছ খেয়ে দেখার প্রস্তাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ-ও জানালেন, মোদী খেলে তিনি নিজেই রাঁধবেন। প্রসঙ্গত, নবরাত্রির সময় বা শ্রাবণ মাসে মাছ-মাংস খাওয়া বা তার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করার বিষয়টিকে 'মোগলদের মানসিকতা' বলে বিরোধীদের আক্রমণ করেছিলেন মোদী। তারপর থেকেই বিভিন্ন সভায় এই প্রসঙ্গে মোদীকে কটাক্ষ করেছেন মমতা। সোমবার বারাকপুরের সভা থেকেও একই অভিযোগ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, "মোদি এখন বলে বেড়াচ্ছেন, মাছ খাবেন না, মাংস খাবেন না, ডিম খাবেন না। তাহলে কি ব্যাঙের ছাতা খাবে? আপনি জোগাড় করে দিন।" এরপর তাঁর দাবি, "যার যা ইচ্ছে খাবে। এ দেশ আমাদের সকলের। যে নিরামিষ ভালবাসে, সে নিরামিষ খাবে। যে আমিষ খায়, সে তা-ই খাবে। এ দেশ আমাদের সকলের। নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে মাছ খাওয়ার নেমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন, "কেউ বিরিয়ানি ভালোবাসে, কেউ চিংড়ি পটল ভালোবাসে, কেউ চিংড়ির মালাইকারি ভালোবাসে। মোদিবাবু, আপনি খেয়ে একটু খেয়ে দেখুন না, স্বাদটা কেমন? খেয়ে দেখবেন? তৈরি করে দেব? কথা দিচ্ছি, কাউকে দিয়ে করাব না। নিজে রান্না করব।" মমতা এ-ও জানিয়েছেন, ছোট থেকে রান্না করে এসেছেন। তিনি রান্না জানেন। আবার মোদী যদি তাঁকে ধোকলা বা দোসা খেতে বলেন, তা-ও তিনি খেতে পারেন। তাঁর কথায়, 'আমি ভালবেসে খাব। আমার কাছে জাতপাত বলে কিছু নেই।'

ইডিকে জবাব দিতে হবে ১৭ জুন

(১ম পাতার পর) অভিযোগে বাকিবুর রহমান নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ, রেশন দুর্নীতির অন্যতম পান্ডা বাকিবুর রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক যোগাযোগ রয়েছে তাঁর। এমনকী যৌথ মালিকানাধীন সংস্থাও রয়েছে। ইডির আরও দাবি, রেশন দুর্নীতিতে ভারতের রেশনসামগ্রী বিদেশে পাচার হয়েছে। বিদেশে পাচার হয়েছে কোটি কোটি টাকা। টাকা পাচারে যুক্ত থাকায় গত ৫ জানুয়ারি গ্রেফতার হন বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শংকর আঢ্য। বর্তমানে ইডির জালে ধরা পড়েছেন শংকর ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দাসও। এদিকে হাইকোর্টের নির্দেশে সোমবার রিপোর্ট পেশ করে রাজ্য পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন থানায় রেশন দুর্নীতির মোট ৮৭টি এফআইআর দায়ের হয়েছিল। তার মধ্যে ৬৫টিতে ইতিমধ্যে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। ২০টি মামলার তদন্ত চলছে। ২টি মামলা ত্রুটিপূর্ণ। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ইডিকে আগামী ১৭ জুন তাদের বক্তব্য জানাতে বলেছে আদালত।

সঙ্গে রেশন দুর্নীতির যে ৬টি মামলায় রাজ্য পুলিশের তদন্তে আদালত স্থগিতাদেশ জারি করেছিল তা বহাল থাকবে বলে জানিয়েছে আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৪ জুন।

প্রমাণ করল উচ্চমাধ্যমিকের চার কৃতি

(১ম পাতার পর) নম্বর পেয়েছিল। উচ্চমাধ্যমিকেও মোট ৪৭৫ পেয়েছে। সব বিষয়ে ৯০ এর উপর নম্বর। এমনিতে অভাব আছে। করোনার সময় থেকে আরও ভয়ঙ্কর অর্থ কষ্ট চলে আসছে। বাবা-র কাজ ছিল না। তখন না খেয়ে অনেকদিন কাটাতে হয়েছে। তার কথায়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এ স্কুলের শিক্ষক ও বন্ধুদের কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে পড়েছি। আগামী দিনে আরও পড়তে চাইলে অর্থের অভাবে কীভাবে এগোব তা নিয়ে চিন্তিত। একই চিন্তা বজবজ অভিরামপুরের বাসিন্দা হকার ভানু মজুমদারের মেয়ে কথা মজুমদারের। সে উচ্চমাধ্যমিকে পেয়েছে ৪৬২। কথা-র কথায়, মাধ্যমিকে ভাল করে ছিলাম। আমরা গরিব হলেও একট গর্ব যে, বাবা এবং মা গ্রাজুয়েট। কিন্তু অথর্বল নেই। মায়ের কাছে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছি। উচ্চমাধ্যমিকে কর্মাস বিষয়ে একজন শিক্ষক ছিল। বাকিটা নিজেকে তৈরি করতে হয়েছে। সেরা ফল করে খুশী। শিক্ষকদের কাছ থেকেও সহযোগিতা পেয়েছে। সে আরও পড়তে চায়। তাঁর কথায়, কিন্তু টাকা কোথায় পাব? একই প্রশ্ন রাওসান আরা-র। সেও ৪৬২ পেয়েছে। তার বাবা সাইকেল মেরামতের কাজ করেন। দাদা এম কম পাশ। ভাই দ্বাদশে উঠেছে। তার কথায়, আমাদের বাড়িতে পড়াশুনার এই ধারাবাহিকতা দাদা-র কারণে। খুব কষ্ট করে দাদা পড়েছে। দাদা-র কাছে পড়ে আসছি। তাঁর বই থেকে সাহায্য নিয়েছি। আলাদা করে শিক্ষক রাখার সামর্থ্য ছিল না। আরও পড়তে চাইলেও অর্থ সঙ্কট বাধা। তবে ভবিষ্যতে সুযোগ গেলে আরও উঁচুতে এগোতে চাই। প্রীতি করের বাবা ক্রেন ড্রাইভার। সেও এবার ৪৭০ পেয়েছে। মাধ্যমিকেও ভালো ফল করেছিল। তার কথায়, আমাকে স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা ছাড়াও অনেকে বই ও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। প্রীতির পরিকল্পনা হল এবার ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে পড়তে চাই। এই বিষয়টাকে খুব ভালোবাসে। তার আরও ইচ্ছে পরবর্তী সময়ে আইএ এস হওয়ার। যাতে সমাজের মানুষের জন্য কিছু করতে পারে। তাঁর বাবা-মাও খুব উৎসাহ দিচ্ছেন।

মহারাষ্ট্রে খতম ৩ মাওবাদী

সংবাদ সংস্থা ঃ সোমবার মহারাষ্ট্রে মাওবাদী ও নিরাপত্তাবাহিনীর লড়াইয়ে খতম হল ৩ মাওবাদী। মৃতদের তালিকায় রয়েছে ২ মহিলাও। মহারাষ্ট্র পুলিশের তরফে জানা যাচ্ছে, মৃতরা নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-এর সশস্ত্র বাহিনী পিএলজিএ (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-এর সহযোগী পেরিমিলি দলমের সক্রিয় সদস্য।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে সোমবার গড়চিরৌলি জেলার কাতরানগাট্টা গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলে অভিযানে নামে মহারাষ্ট্র পুলিশের সি ৬০ কমান্ডো ও জেলা পুলিশ বাহিনী। খবর ছিল, ওই জঙ্গলে ডেরা বেঁধেছে মাওবাদীরা। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চলাকালীন জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা গুলি চালায় বাহিনীও। দীর্ঘক্ষণ দুপক্ষের গুলির লড়াইয়ের পর ৩ মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মৃত মাওবাদীদের তালিকায় ২ মহিলার পাশাপাশি পেরিমিলি দলমের কমান্ডার বাসুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এছাড়া মৃত মাওবাদীদের কাছ থেকে একটি একে-৪৭, একটি ইনসাস রাইফেল, একটি কার্বাইন এবং কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। প্রসঙ্গত, মাওবাদকে সমূলে নিকেশ করতে কোমর বেঁধে নেমেছে সরকার। যার সুফলও মিলেছে। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত শতাধিক মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে একাধিক অভিযানে।

গত মার্চ মাসে এই জেলায় অভিযান চালিয়ে ৪ মাওবাদীকে খতম করেছিল ছত্তিশগড় পুলিশ ও সিআরপিএফের যৌথবাহিনী। এর পর প্রথম দফা ভোটের আগে কাঁকরে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে ২৯ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়। এছাড়া গত ১০ মে ছত্তিশগড়ের বিজাপুরেও মাওবাদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে যৌথ বাহিনী। দীর্ঘ গুলির লড়াইয়ের পর সেই অভিযানে ১২ মাওবাদীর মৃত্যু হয়।

M.S. MODEL SCHOOL

CBSE BOARD

ENGLISH MEDIUM

Pre- Nursery to Class-VI

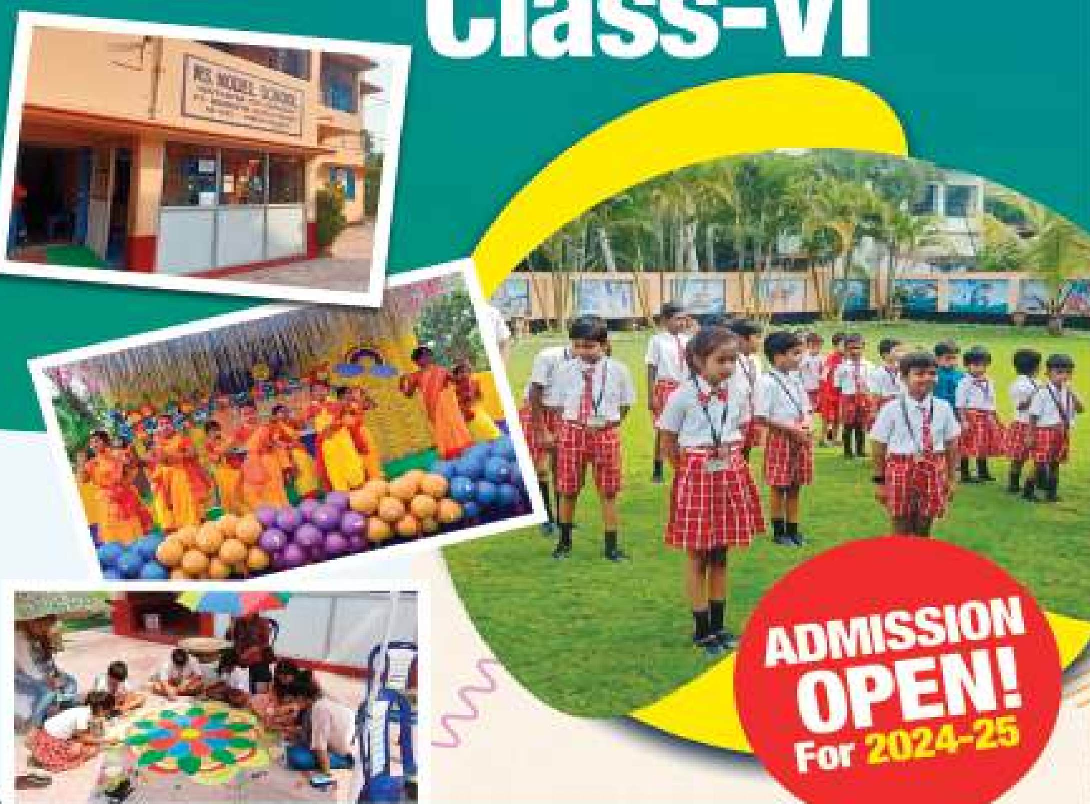

ADMISSION OPEN! For 2024-25

Contact Us for Admission

9874878769 | 9674605442

UDAYRAMPUR (PRABHAS ROY ITI COLLEGE)

RECREATION CLUB, OLD LOCAL BUS STAND

VILL-UDAYRAMPUR, P.O.-KANYANAGAR, P.S.-BISHNUPUR, DIST-24 PGS. (S)

M/S EXCLUSIVE FURNITURE

SHOWROM

ALL KINDS OF FURNITURE , WOODEN FURNITURE AVAILABLE HERE.

- Bedroom Set
- Dining Table
- Centre Table
- Sofa Set
- Sofa Cum Bed
- Caftan
- Office & Home Decor
- Wallpaper

AMTALA, D.H. ROAD (ABOVE BAZAR KOLKATA) & BESIDE HIMALAYA MARKET

8017061018 | 9830323296

জয়নগরে এই প্রথম ১০০ শয্যা বিশিষ্ট

মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

স্বাস্থ্য সাথী 'বি' গ্রেড মান্যতাপ্রাপ্ত

স্পন্দন মেটারনিটি এ্যান্ড নার্সিং হোম

জয়নগর মজিলপুর, (হরিসাধন ডাক্তারের নার্সিং হোম)

২৪ ঘন্টা আপনাদের পাশে, আপনাদের মাঝে

স্বাস্থ্য সাথী, W.B. Health Scheme ও অন্যান্য মেডিক্লেম-এর ক্যাশলেশ চিকিৎসার সুবিধা আছে।

আই.সি.সি.ইউ | ডায়ালিসিস | অর্থপেডিক | এণ্ডোস্কোপ | কলোনোস্কোপ | ইউরো সার্জারী | মাইক্রোসার্জারী | হিপ/নি রিপ্লেসমেন্ট | স্পাইন সার্জারী

NABH Pre Accredited Hospital

৪/৪ থানা ক্রশ রোড, জয়নগর মজিলপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

Emergency Call : 03218-228500

Mob.- 9647346036 / 7407305031

চিত্তরঞ্জন ডেন্টাল হসপিটাল

পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য অভিজ্ঞ দাঁতের ডাক্তার ডাঃ প্রদীপ কুমার সাহা-র তত্ত্বাবধানে অতি স্বল্পমূল্যে দাঁতের চিকিৎসা করা হয়

সময় : সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত

ডাঃ প্রদীপ কুমার সাহা

ডাঃ অলঙ্কার সাহা

C.T. SCAN সেন্টার 24 HOURS

স্বাস্থ্য-সাথী কার্ড-এর মাধ্যমে মুখের ক্যানসার অপারেশন করা হয়।

মুখের ক্যান্সার | মুখের সিস্ট | মুখের ফ্রাকচার | মুখের টিউমার

ডিজিটাল এক্স-রে | সি.টি স্ক্যান (২৪ঘন্টা) | ই.সি.জি | ও.পি.জি | ইকো কার্ডিওগ্রাফি | রক্ত পরীক্ষা

7797102020, 7866844703

E-Mail : chittaranjandental1989@gmail.com

কুল্পী (কুল্পী থানার পাশে) দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ডক্টরস্ নার্সিং হোম

ডায়গোনস্টিক সেন্টার

স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা

উক্ত কার্ডধারীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা ও অপারেশনের সুযোগ পাবেন। সেই সঙ্গে ভর্তি থাকাকালীন খাবার এবং ছুটির সময় পাঁচ দিনের ঔষধ ও গাড়ি ভাড়া বাবদ ২০০ টাকা পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'স্বাস্থ্যসাথী' এবং 'রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনা' মান্যতা প্রাপ্ত হাসপাতাল

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনার সুবিধা

উক্ত কার্ডধারীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা ও অপারেশনের সুযোগ পাবেন। সেই সঙ্গে ভর্তি থাকাকালীন খাবার এবং ছুটির সময় পাঁচ দিনের ঔষধ ও গাড়ি ভাড়া বাবদ ১০০ টাকা পাবেন।

Paramount Health Care Management Pvt. Ltd.

(New India Assurance Co. Ltd.)

General | Mediclame | Cashless

রেলিগ ইন্ডিয়া টি.পি.এ.এল.টি.ডি. পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্বাস্থ্যবীমা এড আশালেন

9732594567 || 9093107497 || 9153118315

নিউ টাউন,ডায়মন্ডহারবার, দঃ ২৪ পরগণা

অঙ্কিত অটোমোবাইল

ইয়ামাহা বাইক ও স্কুটার শো-রুম

অথরাইজড ডিলার YAMAHA Revs your Heart

8145959467

কাকদ্বীপ,রথতলা,বীরেন্দ্র মার্কেট (শ্মশান-এর বিপরীতে)

আলিমুদ্দিন লস্কর(আলিম) পরিচালিত

আনাবিয়া নার্সিং হোম

আমাদের অঙ্গিকার

- সঠিক চিকিৎসা
- উন্নত পরিষেবা
- কম খরচ

পারুলিয়া মোড়(মসজিদের বিপরীতে), ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগণা

9732532311, 7908294921

7001769962, 9733554264

দি ইডেন নার্সিং হোম

প্রোঃ এ.হাসান

দিবা-রাত্রি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবু দ্বারা চিকিৎসা ও অপারেশান-এর সুব্যাবস্থা আছে।

পারুলিয়া জয়দেবপুর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগণা

১৭ তম বর্ষে

আরও নতুন সাজে

বিশ্ব সমাচার

BISWA SAMACHAR

এখন থেকে সব পেপার বিক্রেতার কাছে পাওয়া যাচ্ছে।

আজই আপনার পাশের পেপার বিক্রেতাকে বলে রাখুন।

যোগাযোগ করুন : 815 899 4878

বিশ্ব সমাচার এর পক্ষে স্বত্বাধিকারী শম্পা দাস বেরা কর্তৃক, পোস্ট- কাকদ্বীপ জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে প্রকাশিত এবং মা দুর্গা প্রিন্টার্স, কাকদ্বীপ হইতে মুদ্রিত। সিটি অফিস : বলোপাধ্যায়, ১১০/১বি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, পুর্বাঞ্চল বিবেক আবাসন (৩য় তল), (সম্প্রীতি মেলার কাছে), পোস্ট : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা- ৭০০০৬৩। R.N.I No: WBBEN/2007/24730

প্রতিষ্ঠাতা : অনুকুল চন্দ্র দাস ,সম্পাদক : স্বপন কুমার দাস।

বউবাজার বিস্ফোরণ কাণ্ডে খালিদের সাজা মকুবের আবেদনে স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার ঃ কলকাতার বউবাজার বিস্ফোরণ কাণ্ডে বন্দি মহম্মদ খালিদ সাজা মকুবের আবেদন জানিয়েছিল হাইকোর্টে। খালিদের মুক্তির জন্য বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই নির্দেশের উপর এবার স্থগিতাদেশ জারি করল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আবেদনে সে লেখে ৩১ বছর ধরে জেলবন্দী থাকায় তার জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে খালিদকে মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করে সাজা পুনর্বিবেচনা কমিটি। এরপর ১৫ দিনের মধ্যে খালিদকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্টের একক বেঞ্চ। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের ১৬ মার্চ গভীর রাতে ২৬৭ বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের দোতলা বাড়িটি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে যায়। মৃত্যু হয় ৬৯ জনের। সেই মামলায় একদা কলকাতার সাট্টা কারবারের 'বেতাজ বাদশা' রশিদ খানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বলা হয়, রশিদ খানের কাছে যে পরিমাণ বিস্ফোরক ছিল, তা গোটা কলকাতা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মহম্মদ খালিদ সেই রশিদের

ছায়াসঙ্গী। ওই মামলায় তাঁকেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত। ১৯৯৩ সাল থেকেই জেল বন্দি রসিদ ও খালিদ। কয়েক বছর আগে সাজা পুনর্বিবেচনার জন্য আদালতের কাছে আর্জি জানায় রসিদ। সেই আবেদন খারিজ করে দেয় রাজ্যে সাজা পুনর্বিবেচনা কমিটি। এরপর সাজা মকুবের আবেদন জানায় খালিদ। সেই নির্দেশের উপরেই স্থগিতাদেশ জারি করল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

সপ্তম দফা তারকা প্রচারকের তালিকায় জায়গা পেল কুণাল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ তৃণমূলের তারকা প্রচারকের তালিকায় নাম উঠল কুণাল ঘোষের। ষষ্ঠ দফায় তৃণমূলের তারকা প্রচারকদের তালিকায় তাঁর নাম রাখা হয়েছে। সপ্তম দফা নির্বাচনের জন্য সোমবার তারকা প্রচারকের তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল। এ প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষের মন্তব্য, "আমি দলের সৈনিক। দল যখন যে কাজ দেবে, সেই কাজ করতে প্রস্তুত আমি।" আগামী ১ জুন রাজ্যে সপ্তম দফার ভোট হবে। তার আগে ওই দফার তারকা প্রচারকের তালিকা সোমবার প্রকাশ করেছে তৃণমূল। তাতে মোট ৪০ জনের নাম রয়েছে। রয়েছে কুণালের নামও। সম্প্রতি, কুণালের সঙ্গে তৃণমূলের দূরত্ব খানিক বেড়ে গিয়েছিল। ঘটনার সূত্রপাত হয় উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে একটি রক্তদান শিবিরের মঞ্চে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাওয়া এবং অধুনা বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল কুণালকে। তার পরেই দল তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে। কুণালকে সরানো হয় দলের রাজ্য সম্পাদকের পদ থেকে। তার কিছুদিনের মধ্যেই পঞ্চম দফার তারকা প্রচারকের তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল। দেখা যায়, সেখানে কুণালের নাম নেই। যা নিয়ে হতাশা চেপে রাখেননি তিনি নিজেও। দলের প্রতি তাঁর অবদান স্মরণ করিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন প্রকাশ্যেই। এর মাঝেই ডেরেক ও ব্রায়েনের দপ্তরেও গিয়েছিলেন তিনি। ব্রাত্য বসুর মধ্যস্থতায় বৈঠকও হয় বলে সূত্রের খবর। তার পর থেকে ফের 'স্বমহিমা'য় দেখা গিয়েছে। উল্লেখ্য, চতুর্থ ও পঞ্চম দফা ভোটের তারকা প্রচারকের তালিকায় ছিল না তাঁর নাম। সপ্তম দফা অর্থাৎ ১ জুনের ভোটের আগে নির্বাচনী প্রচারে ফের 'স্বমহিমা'য় দেখে যাবে কুণাল ঘোষকে।

দিলীপের গাড়ির ওপর হামলার অভিযোগ, জখম বেশকয়েকজন তৃণমূল কর্মীও

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ভোট শুরুর পর থেকেই বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার নানা জায়গায় অশান্তির খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, হামলার মুখে পড়েন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। বর্ধমানের কালনা গেটের কপিবাগান এলাকায় দিলীপের গাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সেই সংঘর্ষে মাথা ফাটল বিজেপি প্রার্থীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক জওয়ানের। দিলীপের দাবি, মোট দু'জন জওয়ান আহত হয়েছেন। পাল্টা তাদের চার তৃণমূল কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দিলীপের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জওয়ানদের বিরুদ্ধে। এরপর আবার বিকেলের দিকে একটি বুথে যাওয়ার সময় দিলীপের গাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে বলে খবর। কপিবাগানে দিলীপের গাড়িতে ইট ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। দেখা যায়, দিলীপের গাড়ির পিছনের দিকের কাচ ভেঙে যায়।

অপরদিকে মন্তেশ্বরের তুল্যা গ্রামেও অশান্তি ছড়ায়। বিজেপি প্রার্থী দিলীপকে ঘিরে বিক্ষোভ, ইট ছোড়া এমনকি তাড়া করারও অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে একাধিক সংবাদমাধ্যমের গাড়ি ভাঙচুর হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। শুশুনিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় ওই গন্ডগোল নিয়ে তৃণমূলের অভিযোগ, তাদের এক কর্মীকে বিজেপির লোকেরা মেরে রক্তাক্ত করেছে। তারপরেই বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা দিলীপের গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন। তখন 'গো ব্যাক', 'জয় বাংলা' স্লোগানও দেওয়া হয় দিলীপকে ঘিরে। ওই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন দিলীপ। কীর্তির অভিযোগ, 'যেখানেই দিলীপ ঘোষ যান, সেখানেই উত্তেজনা ছড়ায়।' তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনে আমরা অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু তারা কর্ণপাত করেনি।'

কেজরিকে তোপ আন্নার

(১ম পাতার পর) চাবি এখন জনতার হাতে। ফলে বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া সঠিক হওয়া প্রয়োজন। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির সঠিক মানুষকে বেছে নিন। এমন কাউকে ভোট দেবেন না যার বিরুদ্ধে ইডি তদন্ত করছে।" পাশাপাশি তিনি বলেন, 'টাকা নিয়ে ভোট দেওয়া দেশের দুর্ভাগ্য এবং শহিদদের অপমান। ফলে গায়ে দুর্নীতির দাগ নেই এমন মানুষকেই ভোট দিন।' এরপরই সরাসরি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তোপ দেগে আন্না হাজারে বলেন, "আবগারি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাই। উনি এই দুর্নীতি করেছিলেন কারণ উনি নিজেও মদের নেশায় ডুবে থাকেন। এমন ব্যক্তিদের দ্বিতীয়বার বেছে নেওয়া কোনওভাবেই উচিৎ নয়।" আন্না হাজারের এই বিবৃতি প্রকাশ্যে আসার পর জাতীয় রাজনীতিতে শোরগোল শুরু হয়েছে। অবশ্য কেজরির বিরুদ্ধে আন্নার আক্রমণ এই প্রথমবার নয় আবগারি দুর্নীতি মামলায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেলবন্দি হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন একদা গুরু আন্না হাজারে।

২ কোটি টাকার সোনার উদ্ধার, পাচারের ছক বানচাল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সোমবার চতুর্থ দফা নির্বাচনের দিনই পাচারের ছক বানচাল করল সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বড়সড় সাফল্য পেল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বিএসএফ। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযান চালিয়ে ২৬টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেছে জওয়ানরা। যার ওজন ৩ কেজিরও বেশি। আনুমানিক বাজার মূল্য ২কোটি। উদ্ধার হওয়া সোনাগুলিকে পরবর্তীতে শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সীমান্ত লাগোয়া কলা বাগান ও বাঁশ বাগানে অভিযান চালান জওয়ানরা। তখনই সীমান্তের কাঁটাতার টপকে চার সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে দেখেন তাঁরা। অভিযুক্তরা কাঁটাতারের খুব কাছে চলে এলে জওয়ানেরা তাদের ধরার চেষ্টা করেন। আক্রমণ করেন পাচারকারীরাও। পাল্টা গুলি চালায় জওয়ানরাও। কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা। এই বিষয়ে বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি একে আর্য বলেন, "চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনা তার বড় প্রমাণ।"

কানাডা নিজ্জর খুনে এমন কোনও তথ্য দেয়নি যা নিয়ে তদন্ত করতে হবে ঃ জয়শংকর

সংবাদ সংস্থা ঃ কানাডার তরফে কোনও বিশেষ তথ্য আসেনি। তাই ভারতীয় সংস্থাকে দিয়ে এই ঘটনার তদন্ত করানোর কোনও মানে হয় না। নিজ্জর খুনের প্রেক্ষিতে এমনটাই দাবি করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। উল্লেখ্য, কানাডার নাগরিক নিজ্জর খুনে ভারতের হাত রয়েছে বলে দাবি করেছিলেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। নিজ্জর খুনে ইতিমধ্যেই চারজন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কানাডা থেকে। চার ভারতীয় গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন জয়শংকর। সাফ জানিয়ে দেন, "কানাডার তরফে আমরা কোনও তথ্য পাইনি। এমন কোনও তথ্য আসেনি, যার ভিত্তিতে ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে দিয়ে তদন্ত করাতে হবে। গত কয়েকদিন পর্যন্তও কোনও তথ্য আসেনি ভারতের কাছে।" জয়শংকর আরও জানান, কোনও দেশের পুলিশ যদি বিদেশি নাগরিককে আটক করে তাহলে সংশ্লিষ্ট দূতাবাস বা সরকারকে জানানো উচিত। উল্লেখ্য, ২০২৩-এর ১৮ জুন সুরে শহরে একটি গুরুদ্বারের কাছে খুন হয় নিজ্জর। জঙ্গি সংগঠন 'খলিস্তান টাইগার ফোর্সে'র প্রধান ছিল সে।

কোটি টাকা করেছে শাহজাহান! দাবি ইডির

(১ম পাতার পর) হাতে এখন টাকাপয়সারও অভাব। ফলত শেখ আলমগীরের জামিনে মুক্তি পাওয়া প্রয়োজন।

ইডির আইনজীবী এই দাবি মানেননি। ইডির তরফে জানানো হয়, আলমগিরের বাড়িতে পরিবারের অন্য সদস্যেরা থাকেন। আলমগিরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেন বন্ধ করা হয়নি। ইডি জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করে। কিন্তু এই আর্জিতে সাড়া দেয়নি আদালত। তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১০ জুন।

কেজরির বাড়িতে হেনস্থার শিকার স্বাতী মালিওয়াল, তদন্তে পুলিশ

সংবাদ সংস্থা ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়িতে হেনস্থার শিকার আপের রাজ্যসভার সাংসদ তথা দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়াল। সোমবার সকালে এমনই অভিযোগ জানিয়ে দুবার ফোন গেছে দিল্লি পুলিশের কাছে। পুলিশের দাবি, নিজেকে স্বাতী দাবি করে এই ফোন করা হয়েছিল। ফোনে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর আপ্ত সহায়ক বিভব কুমার তাঁকে মারধর করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় শোরগোল শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, সোমবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ একটি ফোন আসে দিল্লি পুলিশের কন্ট্রোলরুমে। সেখানে ফোনের ওপারে থাকা মহিলা জানান, তিনি স্বাতী মালিওয়াল। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তার আপ্তসহায়ক তাঁকে মারধর করছেন। এর কিছুক্ষণ পর আরও একটি ফোন আসে পুলিশের কাছে যেখানে বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁর আপ্তসহায়ক মারধর করেছেন তাঁকে। এমন অভিযোগ পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছয় দিল্লি পুলিশ। পুলিশের দাবি, তাঁদের সামনেও স্বাতী স্বীকার করেন তাঁকে মারধর করা হয়েছে। তাঁকে চিকিৎসকদের কাছে গিয়ে শারীরিক পরীক্ষা করার কথা বলা হলে তিনি যেতে রাজি হননি। এবং পুলিশকে জানান, এ বিষয়ে পরে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করবেন তিনি। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয়।

জানা যাচ্ছে, গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশ। এদিকে এই ঘটনায় সংবাদমাধ্যমের তরফে স্বাতী মালিওয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমে পড়েছে বিজেপিও।

'দক্ষিণের একাধিক রাজ্যে বড় জয় পেতে চলেছে বিজেপি', দাবি শাহের

সংবাদ সংস্থা ঃ দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্যে বড় জয় পেতে চলেছে গেরুয়া শিবির। এক টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি নেতার মন্তব্য, আমরা দক্ষিণের চার রাজ্য কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং তামিলনাড়ুতে বড়সড় জয়ের দিকে এগোচ্ছি। লোকসভার ভোটযুদ্ধে এবার ৩৭০ আসনের লক্ষ্য বিজেপির। এনডিএ জোটের লক্ষ্য ৪০০ বা তার বেশি আসন। যদিও গেরুয়া শিবিরের এই আত্মবিশ্বাস মূলত গোবলয়ের সমর্থনের উপর দাঁড়িয়ে। যে রাজ্যগুলিতে বিরোধীদের স্রেফ উড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য সেগুলি হল উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, হরিয়ানা এবং গুজরাট। ২০১৯-এ গোবলয়ে ১৯০ আসন জিতেছিল বিজেপি। লক্ষ্য পূরণে এবারে আরও বেশি আসন চাই। পাশাপাশি দক্ষিণেও ভালো করতে হবে। সেই কারণেই দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিতে ঘন ঘন প্রচারে দেখা যাচ্ছে মোদি-শাহকে। কর্নাটকের হাভেরিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'দক্ষিণের পাঁচ রাজ্যে কংগ্রেসের থেকে বেশি আসন পাব আমরা।' অমিত শাহর দাবি, 'এবার সেরা ফল হবে দক্ষিণ ভারতে। দারুণ ফল হবে তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং কর্নাটকে।' শাহর বক্তব্য, 'দক্ষিণে ভালো ফল হবে প্রধানমন্ত্রী মোদির জনপ্রিয়তার কারণে। বিরোধী কংগ্রেস অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত দাবি করছে। তাদের মতে, বিগত নির্বাচনগুলির মতোই দক্ষিণে হুল ফোটাতে পারবে না বিজেপি। ৪০০ আসন বহু দূর, গদি উলটে যাওয়ার ভয়ে নির্লজ্জভাবে হিন্দু-মুসলমান রাজনীতি করছেন মোদি-শাহ থেকে শুরু করে অধিকাংশ বিজেপি নেতা। হারের গন্ধ পেয়েই মরিয়া বিজেপি মেরুকরণের রাজনীতি করছে।

আমার সম্পত্তির হিসাব কেউ দেখতে চাইলে আমি দেখিয়ে দেব ঃ সৃজন

প্রদীপকুমার সিংহ, বারুইপুর ঃ যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় হলফনামায় যেসব সম্পত্তি দেখিয়েছেন, তা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল এবং বিজেপির প্রার্থীরা। সেই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আমার যদি কোনও গলদ থাকত, তাহলে আমি হলফনামা জমা দিতাম না। আমি তো কিছু লুকোইনি। আমার মায়ের দিকে, বাবার দিকে, দিদার দিকে, মোটামুটি পাঁচজন সরকারি চাকরি করেন। তাঁদের সব সম্পত্তি আমার নামে। আমার মা এবং দিদা মারা গেছেন। তাঁদের সম্পত্তিও আমার নামে। আমি তো কিছু লুকোইনি। কিছু পলিসি, কিছু মিউচুয়াল ফান্ড আছে। ভোটের জন্য কিছু পার্টি ফান্ডের টাকা ঢুকেছে। এগুলোই আছে। আর আমি শুনছিলাম কার আইটি নাকি গলদে ভরা। বরং সেই নিয়ে তাঁরা ভাবুক। আমি আমার দিকে ঠিকই আছি। আমরা স্বচ্ছ। ওই দিক দিয়ে কোনও অসুবিধা নেই। যে কোনও সময় কেউ যদি সম্পত্তির হিসাব চায়, আমি দেখিয়ে দিতে পারব। সৃজন আরও বলেন, ভোটের দিন মানুষ ঠিক করবেন। গুন্ডারা, মস্তানরা নেমে পড়েছে। মানুষ সমস্ত বাধা অতিক্রম করেই ভোট দেবে। নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন সবাই সজাগ থাকুক। সাংবাদিক বন্ধুরা সংবিধানের

চতুর্থ স্তম্ভ। আপনারা সজাগ থাকুন। মানুষ ভোট দিতে পারলে যাদবপুরে এবার চমকে দেওয়ার মতো ফল হবে। লাল ঝান্ডা দিকে দিকে উড়বে। বাজারে চাষিরা বিভিন্ন দাবি জানিয়েছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, সবজির জন্য হিমঘর করতে হবে। লিচু ও পেয়ারা ট্রেডিং, প্রসেসিং করে কত রকম কাজ করা যায়। সাংসদ হয়ে এই বিষয়ে কাজ করতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, গড়িয়া-বারুইপুর মেট্রো এক্সটেনশন, ক্যানিং, নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে ট্রেন বাড়াতে হবে। বারুইপুরে মহকুমা হাসপাতালটাকে ভালো করতে হবে। মানুষের কাছে সব বলছি, মানুষ সাড়া দিচ্ছে। বারুইপুরে ফলের হাফ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জি থাকলে তা গড়ে উঠবে না। আমরা সেই চেষ্টা করছি। সোমবার সকালে যাদবপুর লোকসভার সিপিআইএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য চাষিদের কাছে গিয়ে ভোট চাইলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর কাছারি বাজারের লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফল চাষিদের কাছে গিয়ে ভোট প্রচার করেন তিনি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোর্সে ভর্তি চলিতেছে

ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত ও ISO 9001:2015 Certified Organization

সুন্দরবন রুর‍্যাল কম্পিউটার

লিটারেসি ড্রাইভ এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার

সুবিধা

কম্পিউটার সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সের সম্ভার।
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী, বিশ্বমানের সর্বত্র গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেট,
সফল কর্মজীবনের সুযোগ, আধুনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা,
কেরিয়ার গাইড, ডিজিটাল উপস্থাপনার মাধ্যমে ক্লাস,
পেশাদার অনুপ্রেরণা, আপনার নজরেই ক্লাস।

ছোট থেকে বড় সকলের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

COURSES AVAILABLE

- COMPUTER BASIC, Advance Diploma In INFORMATION TECHNOLOGY,
- FINANCIAL ACCOUNTING (Tally.ERP),
- DESK TOP PUBLISHING,
- HARDWARE & NETWORKING,
- Kids Magic (Class V-VIII),
- Multimedia (VFX, Animation, Video Editing etc.)

ADMISSION OPEN

আসন সংখ্যা মাত্র ৬০ টি

9378180038 https://www.srcld.org.in

SPECTRUM Gallery
Creative Graphic & Photography Studio

আপনি কী ব্যবসা করেন?
ব্যবসা আপনার, প্রচার করবো আমরা

বদলাচ্ছে দিন
বদলাচ্ছে
বিজ্ঞাপন
তাই বিজ্ঞাপন আর দেওয়ালে নয়,
Social Media-র মাধ্যমে পৌঁছে যান গ্রাহকদের কাছে।

- পোস্টার
- ব্যানার
- হ্যান্ডবিল
- ভিজিটিং কার্ড
- লোগো ডিজাইন
- ওয়েব ব্যানার
- YouTube থাম্বনেল

অর্ডার করুন

Sample দেখার জন্য বা অর্ডার করতে
Whatsapp করুন এই নম্বরে :
800 188 1261

Spectrum Gallery

স্পেকট্রাম

গ্যালারী
ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক্স এন্ড ফটোগ্রাফি স্টুডিও

স্টুডেন্ট কর্নার

- গ্রাফিক্স ডিজাইন
- ফটোগ্রাফি
- সাইবার ক্যাফে

- WEB পোস্টার ডিজাইন
- ফ্লেক্স ডিজাইন
- ড্যামেজ ফটো রিপেয়ারিং
- ফটো ফ্রেমিং, ফটো প্রিন্টিং
- কফি কাপ,
- টি-সার্ট প্রিন্টিং
- স্কুল ID CARD

সমস্ত অনলাইন পরিষেবা

7501075354, 8001881261

নারায়ণপুর (রিলায়েন্স পাম্পের বিপরীতে), নামখানা, দঃ ২৪ পরগণা

খেলার মাঠ খেলার মাঠ খেলার মাঠ

গোয়েঙ্কাকে একহাত বীরুর

সংবাদ সংস্থা ঃ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হারের পরে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা স্বয়ং মাঠে নেমে ধমকান লোকেশ রাহুলকে। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে এবার মুখ খুললেন দেশের প্রাক্তন ওপেনার বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। তিনি জানিয়ে দিলেন, এরকম আচরণ করলে ক্রিকেটাররা দল ছেড়ে চলে যাবেন। তিনি বলেন, ''মালিকদের ভূমিকাই হল ক্রিকেটারদের মোটিভেট করা। কিন্তু দলের মালিক এগিয়ে এসে যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করেন, কী হচ্ছে? সমস্যাটাই বা কোন জায়গায়? দলের কাউকে হঠাৎ করে ধরে নির্দিষ্ট কোনও ক্রিকেটার সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করে বসেন্কোচ এবং অধিনায়ক দল পরিচালনা করেন। দল পরিচালনা বা দল সংক্রান্ত অন্য বিষয়ে মালিকদের কথা বলাই উচিত নয়।''

অতীতে বীরেন্দ্র শেহওয়াগ পাঞ্জাব কিংসের মেন্টর হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত এই কাজে বহাল ছিলেন নজফগড়ের নবাব। প্রকাশ্যে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার এই বিস্ফোরণ মেতে নিতে পারেননি শেহওয়াগ। তাঁর বক্তব্য, যাই হোক না কেন, মালিক কিন্তু লাভের মুখই দেখছেন। নজফগড়ের নবাব বলেন, ''এঁরা প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী। তাঁরা কেবল লাভ-ক্ষতি বোঝে। এখানে তো ক্ষতি নেই। তাহলে তাঁদের কী নিয়ে এত চিন্তা? মালিকরা ৪০০ কোটি টাকা লাভ করছে। এটাই একমাত্র ব্যবসা যেখানে মালিকপক্ষকে কিছু করতে হয় না। কাজ সামলানোর জন্য প্রতিটি বিভাগে লোক নিয়োগ করতে হয়। তাঁরাই কাজ করেন। যাই হোক না কেন, যা খুশি হয়ে যাক, মালিক পক্ষ কেবল লাভেরই মুখ দেখেন। মালিকের এক ও একমাত্র কাজই হল ক্রিকেটারদের মোটিভেট করা। যদি কোনও ক্রিকেটার মনে করেন, অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়েছে। আমি এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে দেব। আমি এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে দিলে অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি আমাকে দলে নিয়ে নেবে। ভালো প্লেয়ার হারালে জেতার সম্ভাবনা কমে যায় অনেকটাই। আমি ছেড়ে দেওয়ার সময়ে পাঞ্জাব পঞ্চম স্থানে ছিল। অন্য মরশুমে ওরা কখনওই পঞ্চম স্থানে আসতে পারেনি।''

সূর্যকে ছাড়া নিয়ে আফসোস গম্ভীরের

সংবাদ সংস্থা ঃ অধিনায়ক হিসেবে গম্ভীর ২০১২ ও ২০১৪ সালে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেছেন কলকাতাকে। এখন তিনি ফিরে এসেছেন নাইটদের মেন্টর হয়ে। দ্বিতীয়বারের চ্যাম্পিয়ন দলে তাঁর অধিনায়কত্বে খেলেছিলেন সূর্যকুমার যাদব। কিন্তু গম্ভীরের নেতৃত্ব ছাড়ার বছরেই 'স্কাই'কে ছেড়ে দেয় নাইট ম্যানেজমেন্ট। ২০১৭ পর্যন্ত ৫৪ ম্যাচে তিনি নাইট জার্সিতে ৬০৮ রান করেছিলেন। যদিও সেই সময়ে সূর্য লোয়ার অর্ডারে ব্যাট করতেন। সেটা নিয়েই আফশোস গম্ভীরের।

কারণ, তিনি সূর্যের সেরাটুকু বের করার সুযোগ পাননি। নাইট মেন্টর বলেন, "একজন নেতার দায়িত্ব থাকে প্রতিভা খুঁজে নিয়ে বিশ্বের

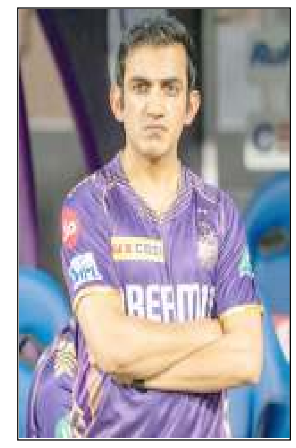

দরবারে তুলে ধরা। আমার সাত বছরের নেতৃত্বে একটাই আপশোস আছে। আমি বা কেকেআর কখনওই ওর প্রকৃত ক্ষমতা বুঝতে পারিনি।"

অথচ তিনিই তো সেই সময়ে অধিনায়ক ছিলেন নাইটদের। তাহলে কেন সূর্যকে আরও সুযোগ দিতে পারেননি? সে বিষয়ে গম্ভীর বলেন, "এর জন্য দায়ী দলের কম্বিনেশন। একজন নেতা হিসেবে আমার দায়িত্ব বাকি দশজনের সেরাটুকু নিয়ে আসা। ঘটনাচক্রে ৩ নম্বরে একজনই খেলতে পারে। কিন্তু সূর্য ৭ নম্বরেও ভালো খেলতে পারত।"

২০১৮ সালে মাত্র ৩.২ কোটিতে তাঁকে কিনে নেয় মুম্বই। সেখানেই ক্রিকেট জীবনের সেরা সময় কাটাচ্ছেন 'মি. ৩৬০'।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচন বোর্ডের

সংবাদ সংস্থা ঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের জার্সি উন্মোচন করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। ২ জুন থেকে শুরু হবে কুড়ি-কুড়ির বিশ্বযুদ্ধ। আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশের আগেই কিন্তু সোশাল মিডিয়ায় ফাঁস হয়ে গিয়েছিল ভারতের বিশ্বকাপ জার্সি। পরে অবশ্য সোশাল মিডিয়ায় উন্মোচন হয় বিশ্বকাপের জার্সি।জার্সির ছবি ফাঁস হতেই সোশাল মিডিয়ায় ভক্তদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। অনেকেই এই জার্সির প্রশংসা করছেন। আবার বহু সমর্থক জার্সির রং ও ডিজাইন নিয়ে আপত্তি জানান। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রোহিত শর্মা ৪৫ নম্বর জার্সিতে সই করছেন। উল্লেখ্য, দুদফায় ভারতীয় দলকে পাঠানো হবে বিশ্বকাপ। ২৪ মে একদল যাবে। আইপিএল ফাইনালের পরে ২৬ মে আরেকটি দল পাঠানো হবে বিশ্বকাপে।

নতুন কোচের খোঁজে বিজ্ঞাপনের প্রস্তুতি বিসিসিআইয়ের

সংবাদ সংস্থা ঃ দেশের মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই দ্রাবিড় ও অন্যান্য কোচিং স্টাফদের মেয়াদ ফুরিয়েছিল। সেই সময় এক্সটেনশন করা হয় সমস্ত কোচের মেয়াদ। টি-২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত জাতীয় দলের দায়িত্বে রাখা হয় তাঁদের। তবে বিশ্বকাপ অভিযানের আগেই নতুন কোচ খোঁজার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে বিসিসিআই। রোহিত শর্মাদের হেডস্যার কে হবেন, তা ঠিক করতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা জানিয়েছেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। তিনি জানিয়ে

ছিলেন, "জুন মাসের পরে কোচের পদে দ্রাবিড়ের মেয়াদ ফুরোচ্ছে। কিন্তু তারপর চাইলে তিনি কোচ হওয়ার জন্য আবারও আবেদন করতে পারেন।" কিন্তু একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, দ্রাবিড় ফের কোচের পদের জন্য আবেদন করতে চান না। ফলে নতুন কোচই খুঁজতে হবে বিসিসিআই। যিনিই আসুন না কেন, তিন বছরের চুক্তি করা হবে ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন হেডস্যারের সঙ্গে।

দ্রাবিড়ের পরে কে হবেন টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ? জল্পনা চলছে, হয়তো কোনও বিদেশি কোচ নিয়োগ করা হতে পারে ভারতীয় দলের জন্য। ডানকান ফ্লেচারের পরে আর কোনও বিদেশি কোচ থাকেনি ভারতীয় দলে।

জামিনের আর্জি খারিজ হেমন্তের

সংবাদ সংস্থা ঃ জামিন পেলেন না ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। সোমবার জেএমএম নেতার জামিনের আর্জি খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। জমি দুর্নীতি ও আর্থিক তছরুপের অভিযোগে হেমন্তকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হেফাজতে যাওয়ার আগেই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন জেএমএম নেতা। তার পর থেকে একাধিকবার তাঁর মামলার শুনানি হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই তাঁর

আর্জি ছিল, ভোটপ্রচার করার জন্য অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হোক। কিন্তু গত শুক্রবারই হেমন্তের আর্জি খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত।

সোমবার বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চে হেমন্তের মামলার শুনানি শুরু হয়। প্রথমেই হেমন্তের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন করেন আইনজীবী কপিল সিবাল এবং অরুণাভ চৌধুরী।

তাঁদের তরফে বলা হয়, নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেওয়ার জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয়েছে। সেই একই যুক্তিতে সাময়িকভাবে জামিন দেওয়া হোক হেমন্তকেও। কিন্তু এই আবেদনে সাড়া দেয়নি দুই বিচারপতির বেঞ্চ। আগামী ১৭ মে হেমন্তের মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে।

ভোট প্রচারে বেরিয়ে লঙ্গরখানায় খাবার তৈরি করে পরিবেশন করলেন মোদী

সংবাদ সংস্থা ঃ ভোট প্রচারে বেরিয়ে এক লঙ্গরখানায় খাবার তৈরি এবং তা পরিবেশন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভোট প্রচার উপলক্ষে সোমবার পাটনায় রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানেই সকালে শিখ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থান পাটনা সাহিব গুরুদ্বারে উপস্থিত হন তিনি। এরপর গুরুদ্বারে আসা পুণ্যার্থীদের জন্য খাবার পরিবেশন করতে দেখা যায় তাঁকে। ভাইরাল

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, খালি পায়ে মাথায় শিখদের ঐতিহ্যবাহী পাগড়ি পরে একটি স্টিলের বালতি হাতে খাবার পরিবেশন করছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে খাবার পেয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন ভক্তরা। শুধু তাই নয়, আরও একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে গুরুদ্বারের রন্ধনশালায় উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী। সেখানে বাকিদের সঙ্গে রুটি তৈরি করছেন তিনি। নির্বাচনী প্রচারে জনসংযোগের অংশ হিসেবে দলিত, আদিবাসীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেতাদের মধ্যাহ্নভোজ নতুন কিছু নয়। অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ থেকে শুরু করে তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের দেখা গিয়েছে কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে পাত পেড়ে মধ্যাহ্নভোজ করতে। তবে প্রচারের সেই ট্রেন্ড ভেঙে এবার লঙ্গরখানায় খাবার পরিবেশন করলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ট্যাঙ্কারের সঙ্গে গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৩ ব্যাঙ্ক কর্মী

সংবাদ সংস্থা ঃ বাঁদরকে বাঁচাতে গিয়ে উলটো দিক থেকে আসা একটি ট্যাঙ্কারের সঙ্গে গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হল তিন জন ব্যাঙ্ককর্মীর। ভয়ংকর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মোরাদাবাদ-আলিগড় হাইওয়েতে। পুলিশ সূত্রে খবর, মোরাদাবাদের ডোমঘর এলাকায় আচমকা একটি বাঁদর লাফিয়ে পড়ে তীব্র গতিতে থাকা গাড়িটির সামনে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে বিপত্তি হয়। উলটো দিক থেকে আসা ট্যাঙ্কারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গাড়িতে থাকা তিনজনের মৃত্যু হয়। তিনজনই ব্যাঙ্ককর্মী বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সৌরভ শ্রীবাস্তব এবং ক্যাশিয়ার দিব্যাংশুর। গুরুতর আহত তৃতীয় জন অমিত। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। যদিও চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুর্ঘটনার পরে তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান নিকটবর্তী থানার পুলিশ কর্মীরা। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে।

পাকিস্তান যদি চুড়ি না পরে থাকে তাহলে চুড়ি পরিয়ে দেব ঃ মোদী

সংবাদ সংস্থা ঃ "পাকিস্তান যদি চুড়ি না পরে থাকে তাহলে চুড়ি পরিয়ে দেব।" বিহারে এক জনসভায় এমনটাই হুঙ্কার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি কংগ্রেসের মণিশঙ্কর আইয়ার এক সাক্ষাৎকার পাকিস্তান নিয়ে বেফাঁস কথা বলে ফেলেছেন। আইয়ার বলে দেন, "পরমাণু শক্তিধর পাকিস্তানকে সম্মান করা উচিত ভারতের। পেশিশক্তির প্রদর্শন না করে আলোচনায় বসা উচিত প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে। পাকিস্তানের হাতে পরমাণু বোমা আছে।" ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লাও দিন কয়েক আগে বলেন, "পাকিস্তান হাতে চুড়ি পরে বসে নেই। ওদের পরমাণু বোমা আছে। যুদ্ধের কথা ভাবার আগে আমাদের ভাবা উচিত, কীভাবে আমরা বাঁচব।" এবার ফারুক এবং আইয়ারের ওই মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই মোদি ভোটের প্রচারে টেনে আনলেন পাকিস্তানকে। প্রধানমন্ত্রী বিহারের সভায় রসিকতার

সুরে বললেন, "পাকিস্তান যদি হাতে চুড়ি পরে না বসে থাকে। আরে ভাই আমরা পরিয়ে দেব। ওদের কাছে আটা নেই। বিদ্যুৎ নেই। আমরা কী করে জানব ওদের কাছে চুড়ি আছে কিনা।" মোদি বলেন, কংগ্রেস নেতারা দিন কয়েক আগে থেকেই দেশের মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। দেশের আত্মবিশ্বাস কমানোর চেষ্টা করছে। এসব কথাবার্তাই দেশে জঙ্গি হামলা বাড়ায়। পাকিস্তানকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, "পাকিস্তানের এমন দশা, যে ওরা বিদেশে বোমা বিক্রির চেষ্টা করছে। সেটাও বিক্রি হচ্ছে না। কারণ ওদের বোমার কোয়ালিটি ভালো নয়।"

জরুরী পরিষেবা

ব্লাড ব্যাঙ্ক

লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট
২৭/৮এ, ওয়াটারলু স্ট্রিট, কল-৬৯,
২২৪৮-৫৭৭৮ ৫৭৮০
www.bloodbanklions.com

সঞ্জীবন ব্লাড ব্যাঙ্ক
ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া,
হাওড়া, ৭১৬৬-৬০০০

মেট্রোপলিটন ব্লাড ব্যাঙ্ক
১৭৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১৭

পঃ বঃ ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম
৭৬, পাইওনিয়ার পার্ক, বারাসত,
কলকাতা-১২৪, ২৫৪২-১৫৬১
www.wbvbdf.org

অশোক ল্যাবরেটরিস
৩০৮, যোধপুর পার্ক, কল-৬৮
২৪৭২-০৩৩৩, ২৪১৪-৮২৫০

ভোরুকা রিসার্চ সেন্টার
৬৩, রফি আহমেদ কিদোয়াই
রোড, কলকাতা-১৯

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক
২০৫, বিবেকানন্দ রোড,
কল-৬, ২৩৫১-০৬১৯

লাইফ কেয়ার মেডিক্যাল
সিআইটি রোড, লিন্টন পোস্ট
অফিস কল-১৪
২২৮৪ ২২৯৮৬৯৪০

রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান
৯৯, শরৎ বোস রোড,
কল-২৬, ২২৭৫-৩৬৩৬-৩৯
www.rkmsp.org

দ্য হিমোফিলিয়া সোসাইটি
কালিকাপুর, সিংহবাড়ি, ইএম বাইপাস,
কলকাতা-৯৯

কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতাল
ব্লাড সেন্টার
০৩২১০-২৫৫১৫১

ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল
ব্লাড সেন্টার -
ফোন নাম্বার - ৯৪৩২৮৮৬১৪১

নার্সেস সেন্টার

নার্সেস চেম্বার
১০বি, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট,
কল-৯ ৯৩৩০৮৩৭০২৫

নার্সেস ইউনিয়ন
৪১, ইসমাইল স্ট্রিট,
কল-১৪, ২২৬৫-৩২৮১

সারদা হেলথ এডু সার্ভিস
৬০, স্টেশন রোড, ঢাকুরিয়া,
কল-৩১, ২৪১২-৯৬৬৮/
২৪১৪-৯০৬১

সেবা নার্সেস চেম্বার
১৭বি, মনোহর পুকুর রোড,
কল-২৬, ২৪৭৪৬৮৬১,
৯৩৩৯৯২৪৬৯৪

সিস্টার নার্সেস চেম্বার
১৯/৩৯ই, বোসপুকুর রোড, কসবা,
কল-৪২,
৯৯০৩০১৭৪৩৭

আনন্দময়ী
১৯, প্রতাপাদিত্য প্লেস,
কল-২৬, ২৪৬৪-৫৮০৪

ট্রেনি নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন
১০ডি, রামকান্ত বোস স্ট্রিট,
কল-৩, ৯০৫১৫৩০১২৪,
৯৮৭৪৮৯৩৫১৫

কেয়ার সেন্টার
বিএ-৪৩, গ্রাউন্ড ফ্লোর,
সেক্টর ১, সল্টলেক, কল-৬৪
২৩৩৪-৭০৬৮
৯০৫১৭৬৭৮১৬

জ্যোতি সেবা কেন্দ্র
৪৩, শরৎ বোস রোড,
কল-২০, ০৩৩ ২৪৫৪৫৮৪৪,
৯৮৩০৫৫৮৮৯১

আইডিয়াল নার্সেস চেম্বার
৪৮৭, রবীন্দ্রসরণি, কল-৫,
৯৩৩১২৮৫৬৬৬,
৯৮৩০২৮৮৬৯৯

লাইফ লাইন
৩০৩, জি. এইচ. রোড,

মাদার
১৬, বেলগাছিয়া রোড,
কলকাতা-৪, ২৫৫৫-৫৬৭৭/
২৮৭৩০৫৮০

সাউথ কল নার্সেস ব্যুরো
৪২/১১, বিহারী মণ্ডল রোড,
কল-৭৮, ২৪৮৪-৪৩২২,
৯৪৩২৬৭৪৩২২

হেলথ কেয়ার
২৭, শিবতলা স্কুল রোড,
গড়ফা, কল-৭৮,
৯৮৩১০২২৩০৮

সেবায়ন
৩৯সি, নস্করপাড়া, সন্তোষপুর,
কল-৭৫, ৯৯৩০০১৯৬৬৩

ভিবো হেল্‌থ কেয়ার
যোধপুর পার্ক, কল-৬৮,
৮০১০৮৯৬০০০

স্কুল অফ নার্সিং অ্যান্ড মেডিক্যাল
৮৪৪৪৯২৬৬৭৭

যিশাস নার্সিং অ্যান্ড প্যারামেডিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর
৯৪৩৪১৪৭০৬৫

বেঙ্গল সাজেশন সেন্টার

জরুরী পরিষেবা

অ্যাম্বুল্যান্স

সোনারপুর থানা ক্লাব সমন্বয়
সোনারপুর রেল কোয়ার্টার পার্ক,
কল-১৫০, ০৩৩ ২৪৩৪-৩৭৬৯

সঞ্জীবন অ্যাম্বুলেন্স
ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া,
৭১৬৬-৬০০০
www.sanjibanhospital.org

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মেমোরিয়াল কমিটি
বি ব্লক পার্ক, বাঙুর অ্যাভিনিউ,
কল-৫৫, ২৫৭৪-৯৭৩৮

নিমতলা সর্বজনীন
৫৮, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট কল-৬
৯৮৩১৫২০৯৯৯

জয়গুরু অ্যাম্বুল্যান্স সার্ভিস পানিহাটি
৪২ আনন্দলোক, সেন্ট্রাল রোড,
সোদপুর, কল- ১১০
৯৮৩১৩৫৯৩৫১

কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতাল
রোগী সহায়তা কেন্দ্র
৮৩৪৮৬৭০৮৫৫

আই সি সি ইউ ইন হুইল (বি এম বিড়লা)
ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কল-২৭,
৩০৪০ ৩০৪০

ফর্টিস হাসপাতাল
১১১, আর বি এভিনিউ,
কল-২৯, ২৪৬৩-৩৩২০

ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি
৫/৬ গভর্নমেন্ট প্লেস, কল-১
২২৪৮-৩৬৩৬

সি এম সি
১৩৪, সি আর এভিনিউ,
কলকাতা-৭৩, ২২১৯-৭২০২

সাউথ অ্যান্ড পলিক্লিনিক
২০৩, শরৎ বোস রোড,
কল-২৯, ৯৪৩৩৪৯২৬৮৬

রানি রাসমণি অ্যাম্বুলেন্স
৮২, গঙ্গাপুরী, পূর্ব পুটিয়ারী কল-৯৩
৯৪৩৩০৫৪২০৭

শিব মন্দির
২৫, লেক টেম্পল রোড,
কলকাতা-২৯, ৯২৩১৬৭৩৭৮৭
www.shibmandir.com

মাতৃসংঘ জনকল্যাণ আশ্রম
৪১ বি, চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ,
কল-২০, ২৪৭৫-৪৫২৭
www.matrisangha.org

জনমঙ্গল সমিতি
২৯১/১ কালিঘাট রোড,
কল-২৬, ৯৮৩০২৯১৮০৫

গড়পাড় সৃজন
মানিকতলা, গড়পাড় রোড,
কল-৯, ৯৪৩৩৭৭৩৪১৭
আলিপুর চেতলা বস্তি উন্নয়ন ১৫,
পীতাম্বর ঘটক লেন,
কল-২৭, ২৪৪৯-০২৮৬
৯০৫১৬৩৩৮০৬

তালতলা পিউপিল
৭৯/১৬ বি, এজেসি বোস রোড,
কল-১৪, ২২৬৫-৩২৩৯

কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি
৪২, বটতলা স্ট্রিট, কল-৭
২২৬৯-৩৭৫৯

মীরা সেবা কেন্দ্র
২/৮৭, নাকতলা, কল-৪৭,
০৩৩ ২৪১১-৮৩১৬

সমন্বয়

০৩৩ ২৪৪২-০৯৭২

মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক
৭, রসিকলাল ঘোষ লেন,
কল-৫, ৯৮৩১০৬২১৫৭

কল্যাণী সেবা কেন্দ্র
পি-৪৯৩, কেয়াতলা রোড,
কল-২৯, ৯৯০৩৭৭৭১৮৬১

সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স
৪১/১ এ, টাউন শেন্ড রোড,
ভবানীপুর, কলকাতা-২৫
৯৮৩০০২৩৬৫৩
www.stjohnambulance.in

সেরাম অ্যাম্বুল্যান্স
১৩/১ ভুপেন বোস এভিনিউ,
শ্যামবাজার, কল-৪,
৯৮৩০৭০৩৬৪০

সেবা মেডিক্যাল
১০৩ এপিসি রোড, কল-৯
৯৮৩০০২৩৬৫৩

দিগন্ত
২১এ, পদ্মপুকুর রোড, কল-২০,
২৪৭৪-৫৪৫৫

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল
রোগী সহায়তা কেন্দ্র
ফোন-৯৭৭৫৯০৪১৬৮

রাতের অক্সিজেন

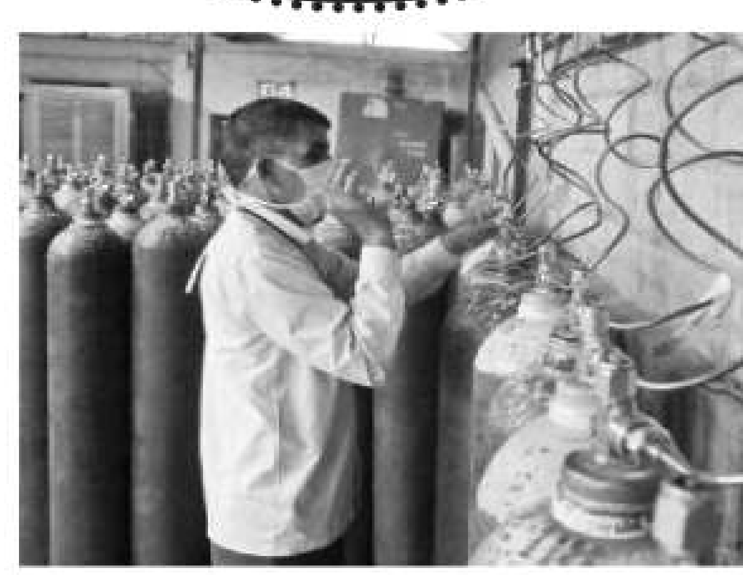

নন্দন মেডিক্যাল
ডিডি-৩৫, সল্টলেক,
সেক্টর-১, কলকাতা-৬৪,
২৩৫৮-১৭২৩/৯৬১৭

সঞ্জীবন অক্সিজেন
ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া,
৯১৬৩৩২৪৫৪৫

লাইফ কেয়ার
১/২এ হাজরা, রোড,
কল-২৬, ২৪৭৫-৪৬২৮

লেকভিউ ফার্মেসি
১৬৯, উপেন ব্যানার্জি রোড,
কল-৬০, ২৪৯২-৫১০৯

কাকদ্বীপ মৌলি মেডিকেল
অক্সিজেন সাপ্লাই